দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 FEB 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সরকারী কলেজ শিক্ষকরা পরীক্ষা নিচ্ছেন ঃ বহিষ্কার, সংঘর্ষ

ঢাকা-চট্টগ্রাম ভার্সিটির অধীন ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯১ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার প্রথম দিন গতকাল অতিবাহিত হয়েছে। কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সারাদেশে ডিগ্রী পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৩২টি কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৭০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ১ লাখ ১৭ হাজার ৬শ' ৮০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সকল সরকারী কলেজ কেন্দ্রে কলেজের শিক্ষকরাই পরীক্ষা গ্রহণ করেন। বেসরকারী কলেজ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে কিছুসংখ্যক কলেজ ছাড়া বাদবাকী সকল কেন্দ্রে শিক্ষকরা ডিগ্রী পরীক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকায় জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা পরীক্ষা গ্রহণ করেন। ঢাকা শহরের ৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে তেজগাঁও কলেজ কেন্দ্রে ও মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ কেন্দ্রে বেসরকারী শিক্ষকরা ডিগ্রী পরীক্ষা গ্রহণ করলেও অপর ৭টি কেন্দ্রে বেসরকারী শিক্ষকরা পরীক্ষা বর্জন করায় ডিসি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজ কেন্দ্রে ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মেহেদী হাসানের সাথে আলাপকালে জানা গেছে, পরীক্ষার্থীর তুলনায় পরিদর্শকের সংখ্যা ছিল কম। পরিদর্শকরা অনভিজ্ঞ থাকায় পরীক্ষা গ্রহণে সাময়িক অসুবিধা হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব ঢাকার কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

নোয়াখালী অফিস জানায়, বেসরকারী শিক্ষকদের ধর্মঘট সত্ত্বেও আজ নোয়াখালীর ৬টি কেন্দ্রে ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ৩৭ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

সিলেট অফিস জানায়, গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ডিগ্রী পরীক্ষা শেষে মদন মোহন কলেজ কেন্দ্রে পুলিশের সাথে পরীক্ষার্থীদের সংঘর্ষে ৫ জন পুলিশসহ প্রায় ২৫ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনার পর সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে সাতটা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ৫টা গাড়ী ভাঙচুর করে।

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ডিগ্রী পরীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষা কেন্দ্রে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের দুর্ব্যবহারের অভিযোগে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করলে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় ছাত্ররা পুলিশের কয়েকটি ঢাল ছিনিয়ে নেয়। এ সংঘর্ষ লামাবাজার, রিকাবীবাজার, পুরাতন হাসপাতাল ও চৌহাট্টা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে এবং ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়। জেলা প্রশাসকের ১টি জীপ, সাইপ্যামের ১টি জীপসহ মোট ৫টি গাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ঘটনায় পুলিশ ৫ জন ছাত্রসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। তবে এরা কেউই পরীক্ষার্থী নয় বলে পুলিশ জানায়। উল্লেখ্য, শিক্ষক ধর্মঘটের ফলে স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে মদন মোহন কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

বরিশাল ব্যুরো জানায়, ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রথম দিনে গতকাল বরিশাল ও ভোলাতে কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি। বরিশালের ১২টি কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় বি এম কলেজ ও হাতেম আলী কলেজে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়। ভোলাতে ৩টি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।